IEDCR

চিকুনগুনিয়া বুলেটিন

সংখ্যা ৪৯ তারিখঃ ২২ আগস্ট ২০১৭ মঙ্গলবার

চিকুনগুনিয়া সর্বশেষ পরিস্থিতি

- ঢাকা মহানগরে অবস্থিত বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়া সম্ভাব্য চিকুনগুনিয়া ও চিকুনগুনিয়া পরবর্তী আর্থ্রালজিয়া রোগীর সংখ্যা (১২.০৫.২০১৭ হতে ২২.০৮.২০১৭ খ্রীঃ দুপুর ৩.০০ টা পর্যন্ত)

হাসপাতালের নাম	রোগীর সংখ্যা
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	৩৮৭৯
মিটফোর্ড হাসপাতাল	১৮৮৬
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	২১৯৩
শহীদ মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	৯
মুগদা মেডিকাল কলেজ হাসপাতাল	১৩১
ঢাকা শিশু হাসপাতাল	৯১
ইউনাইটেড হাসপাতাল	৪৬৭
অ্যাপোলো হাসপাতাল	১৯৭
ডেল্টা হাসপাতাল	২৫৫
অন্যান্য বেসরকারী হাসপাতাল/ চিকিৎসক	৫৪৭
আইইডিসিআর	২০৫৩
সর্বমোট	**১১৭০৮**

- আইইডিসিআর হটলাইনে ঢাকা সহ সারা দেশ থেকে ২১ আগস্ট সকাল ৯ টা থেকে ২২ আগস্ট সকাল ৯ পর্যন্ত অর্থাৎ ২৪ ঘন্টায় ১৮ জন কল করেছেন
  - এর মধ্যে সম্ভাব্য রোগী ৭ জন
  - পুরোনো রোগী ১০ জন
  - ১ জন ফোনকলকারী চিকুনগুনিয়া সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানতে চেয়েছেন

জনস্বাস্থ্য জরুরী কার্যক্রম কেন্দ্র

জনস্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোন জরুরী প্রয়োজনে জরুরী কার্যক্রম কেন্দ্র (Emergency Operation Centre - EOC) সাড়া দেয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। জনস্বাস্থ্য জরুরী কার্যক্রম কেন্দ্র (Public Health Emergency Operation Centre - PHEOC) হল এমন একটি স্থান যেখানে প্রশিক্ষিত জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞবৃন্দ বিভিন্ন তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে বিভিন্ন জানা এবং অজানা জনস্বাস্থ্য জরুরী পরিস্থিতি বিষয়ক ঘটনা মোকাবেলার জরুরী এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

পিএইচইওসি জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জরুরী কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি বিশ্লেষণ, মোকাবেলার প্রস্তুতি, সাড়া দেয়া এবং ঝুঁকি থেকে পূর্বাবস্থায় ফেরার উপায় নিয়ে কাজ করে।

জনস্বাস্থ্য জরুরী কার্যক্রম কেন্দ্র কখন চালু করা হয়ঃ

জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কোন হুমকি বা ঝুঁকি না থাকলেও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য পিএইচইওসি'র কর্মী বাহিনী সদা প্রস্তুত থাকে। মাঠ পর্যায় থেকে সাধারণ জনগণ, চিকিৎসক, সরকারী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থেকে পাঠানো তথ্যের ভিত্তিতে ইওসি'র পর্যবেক্ষণ ডেস্কের মাধ্যমে কোন সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ইওসি অবহিত হয়।

পিএইচইওসি তিনটি পর্যায়ে পরিচালিত হয়; পর্যবেক্ষণ পর্যায়, সতর্কতা পর্যায় ও সাড়া পর্যায়।

পর্যবেক্ষণ পর্যায়ঃ

এ পর্যায়ে ইওসি'র কর্মীবাহিনী জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোন জরুরী অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন যেন প্রাথমিক অবস্থায় তা সনাক্ত করে যায় এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া যায়। এখানে বিভিন্ন ঘটনার ওপর সতর্ক নজরদারি করা হয়।

সতর্কতা পর্যায়ঃ

এটি পর্যবেক্ষণ পর্যায়ের পরবর্তী ধাপ, এ পর্যায়ে কোন ঘটনায় সাড়া দেয়ার জন্য প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ নেয়া হয়। এখানে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণকে সম্পৃক্ত করে তাদের মতামত নিয়ে পরবর্তীতে কিভাবে জরুরী অবস্থা মোকাবেলা করা যায় তার কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়।

সাড়া পর্যায়ঃ

এ পর্যায়ে একজন ঘটনা ব্যবস্থাপক নিয়োগ করা হয় এবং তার নেতৃত্বে সতর্কতা পর্যায়ের সকল কর্মী ঘটনা মোকাবেলায় নিয়োজিত হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম স্থাপিত করা হয়।

জরুরী জনস্বাস্থ্য ঘটনার হ্রাস বা বৃদ্ধি অনুযায়ী জরুরী অবস্থা মোকাবেলার এ পর্যায়গুলো প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে।

পর্যবেক্ষণ পর্যায় ⟶ **সতর্কতা পর্যায়** ⟶ **সাড়া পর্যায়**